উপন্যাসের বিরসা চরিত্রের পরিচয় দাও।

মহাশ্বেতা দেবীর “অরণ্যের অধিকার” উপন্যাসে এক হতভাগা গরীব সুগানা মুণ্ডার ছেলে বিরসা। তার জন্ম হয়েছিল চালকাড়ের বামবায়। বর্ণনায় উপন্যাসে লেখা হয়েছে,

‘মুণ্ডাদের ঘরে অত লম্বা, সুগঠিত শরীর, অমন নাক,চোখের চাহনি দেখা যায় না।' এই বিরসা ছোটবেলা থেকেই ছিল স্বপ্নদর্শী। শৈশবে তাদের অভাব ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সংসারজীবনে তার দাদা কোমতা যখন বড় হয়ে হাট থেকে এক বস্তা নুন আনার কথা বলত, সেই কথার প্রতিক্রিয়ায় বিরসার আচরণে তার এই স্বপ্নদর্শী কবিস্বভাবের পরিচয় প্রকটিত হয়।

কৈশোরে বিরসার বাস্তব সমাজ-পরিবেশের কারণেই স্বপ্নের সীমা ছিল খুবই ছোট। আট বছর বয়সী বিরসাকে তার মামা নিবাই মুণ্ডা আয়ুভাতুতে মাসীর বাড়িতে নিয়ে যায়, সেখানে মাসী জোনীর সঙ্গে কথোপকথনে ছোট বিরসার স্বপ্নের সীমা ব্যক্ত হয়। কিশোর বয়স্ক বিরসার কথায় ‘বড় হওয়া’ মানে ‘মারে বোরা ভরা লবণ এনে দিব,খুচি ভরা চাল আর দানা”। এই বড় হওয়ার ভাবনাদৃষ্টে আর থাকে ‘প্রচারক’ হওয়া, পাঠশালে পড়া এবং মাসীর গাই চরানো, বেড়া বেঁধে দেওয়া ও কাঠ এনে দেওয়া। চালকাড় থেকে চাইবাসার জার্মান লুথেরান চার্চে পড়তে আসার পরও বয়স, বুদ্ধি ও অভিব্যক্তিতে এই বিরসা ছিল অপরিণত। জীবন সম্পর্কে তার স্বপ্ন তখনও অসংলগ্ন। তবে অরণ্যে বাস করে অরণ্যকে নিয়ে বিরসা সীমাহীন স্বপ্নে ডুবে থাকতো। জঙ্গলকে সে যেন নিজের খাস-তালুক মনে করত। তাই জঙ্গলে এলেই পারিপার্শ্বিক সব কিছু ভুলে সে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ত। এভাবেই পরিবেষ্টনীর জীবনপ্রবাহ থেকে চোখ বুজে নিজের মধ্যে সে আত্মলীন থাকার অভ্যাস গড়ে তোলে।

শৈশব থেকেই বিরসা ছিল পরিবারমনস্ক। খাটাংগা থেকে কুণ্ডী বরতোলিতে দাদার কাছে পৌঁছে কোমতার সঙ্গে শুয়ে তার কথোপকথনে উষ্ণ পারিবারিক সৌহার্দ্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। উপন্যাসের ৫ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়,----

‘বীরসা আর ওর দাদার মধ্যে অশৈশব রক্তে রক্তে জানাজানি আছে। বীরসা যদি দেখে ওর তেরো
বছরের দাদা ভুরা মুণ্ডা রুগ্ন ও কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করছে—কোমতাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না কিছুই। বীরসা জানবে কোমতা এ কাজ করছে, সংসারটাকে বাঁধবার জন্যে।'
শুধুই পরিবারমনস্ক নয়, বিরসা সমাজ ও প্রতিবেশীমহলেও সবার মন জয় করেছিল। আট বছর বয়সে মায়ের বাপের বাড়ি আয়ুভাতুতে গিয়ে মাসী জোনীর কাছে থাকার কালপর্বে সে মাসীর প্রিয় হয়ে ওঠে। সালগার পাঠশালায় পড়তে গিয়ে শিক্ষক জয়পাল নাগের গভীর মমত্ব অর্জন করে। মুণ্ডা জাতির মুক্তি ভাবনায় পথ খুঁজতে ব্রতী হয়ে অশান্ত চিত্তে তাকে ‘সব আমার হে, আমাকে কোনো কানুন
আটকাতে পারেনা।’

পরিবার ও প্রতিবেশী সকলের প্রিয়পাত্র এই বিরসা জঙ্গলের সবকিছুকে চিনতো হাতের তালুর মতো। ‘গ্রীষ্মে বনের সব জলের ঝরনা, কুণ্ডী, নদী শুকিয়ে যায়। কোথায় কোথায় তবু জল থাকে তা জীবজন্তুরা জানে আর জানে বীরসা।' প্রকৃতির কোলে লালিত এই বিরসার জীবনে গরিমামণ্ডিত পর্বান্তর সূচিত হয়।
‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত চরিত্র বিরসার মধ্যে নায়ক বৈশিষ্ট্য। বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে লেখিকা তাকে গড়ে তুলেছেন। তাই লেখেন—

'বীরসা সেই বিশ্বাসেই বড়ো হয়েছে। ও জানে এক জাতির উদীয়মান নায়কের মধ্যে ঐ জাতির চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। মুণ্ডা হয়ে কয়েক লক্ষ মুণ্ডা যেমন জীবন কাটায়, তার বাইরে অন্য জীবনের কথা ভাবাও মহাপাপ।'
এই বিশ্বাস হল অনুশাসন, সংস্কার, ও ভীতির পরম্পরা। বিরসা মুণ্ডা জাতির এইসব বিশ্বাসে আনুগত্য রেখেই তার সমকালের জনসমাজে জাতিগত ইতিহাস পরম্পরায় সর্বপ্রথম আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। জাতির বহমান জীবনধারার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যময় প্রীতি-আসক্ত হলেও বিরসা তার জীবনকে কোনদিনই জাত-গোষ্ঠীর বহতা সংস্কারে বেঁধে ফেলেনি। বাস্তববুদ্ধিতে আস্থা রেখে জীবনের সব ক্ষেত্র থেকেই সে শিক্ষা নেয়।

উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় উত্তেজিত বিরসা ভরমি, দাসো আর মাতরিকে নিয়ে চাইবাসার জঙ্গল অফিসে যায় আর্জি লিখে জমা দিতে। অফিসারবাবুরা তাদের প্রতি অপমানকর তাচ্ছিল্য করে। প্রত্যুত্তরে বিরসাও তাদের সহবৎ শিখতে বলে তীর ফুঁড়ে দেবার হুমকি দিয়ে। জঙ্গল অফিসের এই উপেক্ষায় আহত হয়ে বিরসা শাসক ও শাসিতের প্রকট-ব্যবধান বুঝতে পারে। 'সরকার শহরে থাকে' –এই সংক্ষিপ্ত বাক্যেই তার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়। সে এই সত্যও বুঝে যায় যে, মুণ্ডাদের আত্মমর্যাদা লড়ে আদায় করতে হবে। কেননা, 'যারা কানুন বানায় তারা মুণ্ডা কোল ওরাওঁদের কথা ভাবে না।' অধিকার অর্জনের সংগ্রামই শুধু নয়, বিরসা চায় মুণ্ডারা তাদের অধিকার রক্ষা করার যোগ্যতাতেও নিজেদের উত্তীর্ণ করার সাধনায় নিয়োজিত হোক। তাই সে বলে, "...নিজেদের কথা নিজেরা ভাবিসনা, তাতেই তোরা মরিস, আর মরিস মৌয়া আর হাঁড়িয়াতে। কি মদ খাওয়া শেখেছিস! নিজেদের জীবনে আগুন লেগে যায়। জঙ্গলে যাবার হক চলে যায়। তোরা মেতে উঠিস, জ্বলে উঠিস, আবার একটু বাদে মদ খেয়ে সব ভুলে যাস!'

মহাশ্বেতা বিরসাকে নির্মিত করেছেন এমন এক নায়করূপে, যে তার সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সমার্থক নাম হয়ে ওঠে। তাই বিবরক-বাচনে লেখেন—

'বীরসা মানে, ছোটনাগপুর, বীরসার রক্ত ছোটনাগপুরের বর্ষার নদী। ...বীরসার রক্তে বসে কাঁদে এক নগ্নিকা জননী অরণ্যকা। সে করমির মত নয়, সালীর মত নয়, সকলকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে সে সম্পূর্ণ।"

যে পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সর্বমুখী শোষণে হতমান মুণ্ডা জাতিকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল, তা যে কোন দেশ কালে পৃথিবীর যে কোন জাতির ক্ষেত্রেই বিরল নজির। প্রস্তরযুগীয় আচারধর্মে ডুবে থাকা জাতির প্রথাগত উপাসনা ও ধর্মাচারকেও সে সংশোধন করতে ব্রতী হয়েছিল এক আধুনিক জীবনবোধের লক্ষ্যে। ভারতীয় ভূখণ্ডে জাতি-জাগরণের ইতিহাসে বিরসা অমর চরিত্র।